সমকাল

তারিখ 15 MAR 2015
পৃ - ৪

স্কুলের জমি দখল
অপরাধীর শাস্তি হোক

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার বগারচর ইউনিয়নের গোপালপুর কো-অপারেটিভ বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে রাতারাতি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে লোকজন নিয়ে এ অপরাধকর্ম যিনি করেছেন তিনি স্কুলের নামে ১৯৯৫ সালে নিজের ৬২ শতাংশ জমি দান করেছিলেন। আমিনুল ইসলাম নামের এ ব্যক্তিই আবার ১৯৯৮ সালে জমিটি ফেরত চেয়ে আদালতে মামলা করেন। মামলাটি এখনও নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু আমিনুল ইসলাম বৃহস্পতিবার জমিটি দখল করে নেওয়ার সময় তার লোকজন বিদ্যালয় ভবনের দরজা-জানালা ও চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ ভাংচুরের পর আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়, যাকে দস্যুতার সঙ্গে তুলনা করা চলে। সমকালে শনিবার 'বকশীগঞ্জে বালিকা বিদ্যালয় ভাংচুর লুটপাট জমি দখল' শিরোনামে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে। অথচ, যে মুহূর্তে জমির মালিক তা স্কুলের নামে রেজিষ্ট্রি করে দেন তখন থেকে এর মালিক অবশ্যই স্কুল। তাই এটির এক সময় মালিক ছিলেন-বলে আমিনুল ইসলাম এখন তা নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করতে পারেন না। বরং এতে তিনি একজন আইন অমান্যকারী দখলদার হিসেবে দেশের প্রচলিত আইনে স্কুলের সম্পত্তি গ্রাস করার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন। তিনি কী কারণে তার নিজের জমিটি স্কুলকে দান করলেন এবং কী কারণেই বা তিনি আবার এটি ফেরত চেয়ে মামলা করলেন সে বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু স্কুলের নামে রেজিষ্ট্রিকৃত জমিটি থেকে অবৈধ দখলদার হিসেবে আমিনুল হকের রাতের অন্ধকারে গড়ে ওঠা স্থাপনা অবিলম্বে উচ্ছেদ চাই। একই সঙ্গে এ অপরাধের জন্য তার শাস্তিও দাবি করছি। তবে, আমিনুল হক দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি, এমনকি গোটা বিদ্যালয় দখল করে নেওয়া সংক্রান্ত সংবাদে প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। তিনি হয়তো ভাবতে পারেন, খোদ রাজধানীতেই যখন ২৮টির মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় দখল করে দখলদাররা বহাল তবিয়তে থাকতে পারছে, তখন তিনি তো স্কুলের নামে তার রেজিষ্ট্রি করে দেওয়া জমিটুকু দখল করে নিয়েছেন মাত্র। এভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাঠ-ঘাট-নদীর পর ভূমিদস্যু ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের নজর এখন স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর এসে ঠেকেছে। যিনি বা যারা স্কুল দখলের অপকর্মটির সঙ্গে জড়িত তারা পরের সম্পদ গ্রাস করার মানসিকতায় তাড়িত। খেলার মাঠ তাদের কাছে দখল করে নেওয়ার মতো উপযুক্ত খালি জায়গা। এ ধরনের মানসিকতা ব্যাপক আকারে সমাজে ছড়িয়ে পড়ার কারণেই আমিনুল হকের মতো লোকরা স্কুলের সম্পত্তি রাতের আঁধারে দখল করে নিয়ে তাতে স্থাপনা নির্মাণের সাহস পায়। আমরা গোপালপুর বালিকা কো-অপারেটিভ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবিলম্বে স্কুলের জমি যাতে দ্রুত দখলদারমুক্ত হয় সে ব্যবস্থা করার আহ্বান জানাই।